ফিতনার এই যুগে বাঁচার উপায়

লেখকবৃন্দ

শায়খ সালেহ আল-ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ

শায়খ সালেহ আল-উসয়মী হাফিযাহুল্লাহ

শায়খ আব্দুস সালাম আশ-শুয়াই'ইর হাফিযাহুল্লাহ

ভাষান্তর

ইয়াকুব বিন আবুল কালাম

সম্পাদক

মুফতী শায়খ মো: আব্দুর রউফ আল মাদানী

আব্দুল গাফফার বিন আব্দুর রাযযাক মাদানী

আলোকিত প্রকাশনী

সূচিপত্র

১. সম্পাদকীয়-১..... ৫

২. সম্পাদকীয়-২ .....৭

৩. অনুবাদকের কলম ৯

৪. ফিতনার পরিচয় এবং এর পিছনে আল্লাহর হিকমাহ.১৬

৫. ফিতনা সবসময় চলমান ১৯

৬. দুই ধরনের ফিতনা..... ২১

৭. ফিরকায়ে নাজিয়াহ: মুক্তিপ্রাপ্ত দল.....২৩

৮. ফিতনার সময় করণীয়.....২৬

৯. তথাকথিত নারী স্বাধীনতার অন্তরালে.....৩২

১০. ফিতনা আসতেই থাকবে..... ৩৫

১১. প্রাককথন..... ৩৮

১২. ফিতনা থেকে বাঁচার কিছু মূলনীতি ৪১

১৩. ১ম মূলনীতি: ফিতনার কোনো বিষয়ে প্রবেশ না করা ৪১

১৪. ২য় মূলনীতি: নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা: .. ৪৩

১৫. ৩য় মূলনীতি: ফিতনায় মেয়েদের পট পরিবর্তনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা ৪৫

১৬. ৪র্থ মূলনীতি: সংশয় ও সংশয়বাদী বক্তা থেকে নিজেকে হিফাযত করা.....৪৭

১৭. ৫ম মূলনীতি: নিজের ও পরিবারের জন্য শক্তিশালী শেল্টার তৈরি করা ৪৯

১৮. ৬ষ্ঠ মূলনীতি: পরিবারের সদস্যদের পরিবর্তন গভীর নজরে পর্যবেক্ষণ করা, সামর্থানুযায়ী উপদেশ দেয়া এবং গ্রহণযোগ্য কারো সাহায্য গ্রহণ করা.....৫২

১৯. পূর্বাভাস: ৬২

২০. হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) বর্ণিত হাদীস বেছে নেয়ার কারণসমূহ: ৬৪

২১. ফিতনার কিছু বৈশিষ্ট্য ৭১

২২. ফিতনা থেকে পরিত্রাণের উপায়সমূহ..... ৮৭

২৩. ফিতনায় পড়ার কিছু কারণ.....১০৭

ফিতনার সময়ে একজন মুসলিমের করণীয়

শায়খ সালেহ আল-ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ

ফিতনার পরিচয় এবং এর পিছনে আল্লাহর হিকমাহ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

অত:পর, পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী আজকের আলোচ্য বিষয়: ফিতনার সময় একজন মুসলিমের করণীয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকেই ফিতনার অনিষ্টতা থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন।

ফিতান (فتن) শব্দটি ফিতনা (فتنة) শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হলো: পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই।

সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর এক অমোঘ নীতি হলো: তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করবেন, পরীক্ষা ছাড়া এমনিতেই ছেড়ে দেবেন না। কেননা পরীক্ষা ছাড়া ছেড়ে দিলে মুমিন-মুনাফিক আলাদা করা যাবে না, সত্যবাদী-মিথ্যুক স্পষ্ট হবে না; সব একাকার হয়ে যাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

"মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে?" [সূরা আনকাবূত: ০২]

সুতরাং, বোঝা গেল যে, আল্লাহ ফিতনা ঘটান সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য। এরকম ব্যবস্থাপনা না থাকলে পৃথক করা যেত না, সব মিলে যেত।

দুই ধরনের ফিতনা

ফিতনা যত ধরনেরই হোক না কেন, মোটামুটি দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব:

১. **সন্দেহ-সংশয়ের ফিতনা:** এটি হয়ে থাকে দ্বীনী বিষয়ে ও আকীদাগত বিষয়ে।

২. **প্রবৃত্তির ফিতনা:** এটা হয়ে থাকে আচার আচরণ, চালচলন, মানবিক বিভিন্ন চাহিদা সহ সব ধরনের প্রবৃত্তিতেই।

আল্লাহ বলেন,

كَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمۡ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرَ أَمۡوَٰلٗا وَأَوۡلَٰدٗا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِكُمۡ كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُم بِخَلَٰقِهِمۡ وَخُضۡتُمۡ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

“তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত, যারা শক্তি, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী; ফলতঃ তারা নিজেদের অংশ উপভোগ করেছে। অতঃপর তোমরাও তোমাদের অংশ উপভোগ করেছ, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের অংশ উপভোগ করেছে। আর তোমরাও সেইরূপ (অন্যায়) আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছ, যেরূপ তারা হয়েছিল। দুনিয়াতে ও আখেরাতে ওদের (নেক) কর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর ওরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত।” [সূরা তাওবা, ৬৯]

“তোমরাও তোমাদের অংশ উপভোগ করেছ, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের অংশ উপভোগ করেছে”- অর্থাৎ, তোমরা

ফিরকায়ে নাজিয়াহ: মুক্তিপ্রাপ্ত দল

একটিমাত্র দল মুক্তি পাবে, আর সেটাকেই বলা হয়: ফিরকায়ে নাজিয়াহ। কারণ, এই দলটিই কেবল আল্লাহ, তদ্বীয় রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীদের পথ ও আদর্শকে যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ উপেক্ষা করে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আঁকড়ে ধরে থাকে, সেই আদর্শের উপর অটল থাকে; বাতিল দলগুলোর সাথে তারা কখনোই সহাবস্থান করে না।

রাসূল (ﷺ) তাঁর সাহাবীদের বলে গেছেন,

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، وفي رواية: وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

“তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে; সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের রীতি-পদ্ধতি মেনে চল, তা দাঁত দিয়ে (অর্থাৎ খুব শক্তভাবে) ধরে রাখ; আর নবাবিষ্কৃত (বিদয়াত) বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাক, কারণ প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বিষয় হচ্ছে বিদ’আত, প্রত্যেক বিদ’আত হচ্ছে গোমরাহী।”[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।”

রাসূল (ﷺ) আমাদের জন্য সবকিছুই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বর্ণনা করে গেছেন। এসবের মাঝে অন্যতম একটি বিষয় হলো:

২. আবূ দাউদ/৪৬০৭, সহীহ

"মৃত্যু না আসা পর্যন্ত গাছের শেকড় দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমার দ্বীনের উপর থাকবে।"[৪]

ফিতনার সময় করণীয়

সুতরাং ফিতনার সময় একজন মুসলিমের করণীয় হলো:

১) আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরবে,

২) রাসূল, খুলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবীদের সুন্নাত পালন করবে,

৩) মুসলিম জামা'আত ও ইমামের সাথে থাকবে,

৪) জামা'আত ও ইমাম না থাকলে রাসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে নিজের দ্বীনকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে এবং সব ফিরকা থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নেবে।

মুনাফিকরা সর্বযুগে সব জায়গাতেই ছিল। আমাদের মাঝেও তাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে, এমনকি আমাদের সন্তান ও আত্মীয়দের মধ্যেও থাকতে পারে। তারা মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যার অপেক্ষা করে, তারা বরাবরই মুসলিমদের শত্রুদের সাথে থাকে। ফিতনা আসলেই তারা মুসলিমদের কাতার ছেড়ে শত্রুদের সারিতে চলে যায়। যেমনটি রাসূলের যুগে খন্দক যুদ্ধে স্পষ্ট হয়েছিল; যখন আরবরা মদীনায় হামলা করেছিল, ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে এসেছিল, ইসলাম, রাসূল , সাহাবী সবাইকেই মাটির সাথে মিশে দিতে এসেছিল।

তারা এসে মদীনাকে ঘিরে নিল, তাদের সংখ্যা অনেক হওয়া ছাড়াও ইহুদীরা সম্পূর্ণ চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সাথে যোগ দিল;

৪. প্রাগুক্ত

তথাকথিত নারী স্বাধীনতার অন্তরালে

তারা নারী স্বাধীনতার কথা বলে তাদেরকে পশুবৃত্তিক স্বাধীনতার দিকে ডাকে। এটা মোটেও ভালো স্বাধীনতা নয় যে, তাকে কাফেরদের অসৎ উদ্দেশ্য থেকে বাঁচাবে, প্রবৃত্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে। কাফেররা তাকে পুরুষদের সমান হতে বলছে, অথচ সে তো তা নয়।

আল্লাহ বলেন,

وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ

"আর পুত্রসন্তান তো কন্যা সন্তানের মত নয়।" [সূরা আলে ইমরান, ৩৬]

তথাকথিত এই স্বাধীনতার নামে তারা নারীদেরকে পুরুষদের উপর কতৃত্বশীল ও তাদের মূল কর্মস্থল বাড়ি থেকে বের করতে চায়, অথচ আল্লাহ বলেন,

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ

"আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর।" [সূরা আহযাব, ৩৩]

কিন্তু তারা তো এটা চায় না। তারা চায়, একজন মুসলিম নারী অমুসলিম পাশ্চাত্য নারীদের মতো হবে!! বরং, মুসলিম নারী তো এর চেয়েও নিম্ন অবস্থায় চলে যাবে; কারণ, তাতে সে আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকারকারী, ইসলামী শিষ্টাচারকে

ফিতনার সময় নারীদের করনীয়

শায়খ সালেহ আল-উসয়মী হাফিযাহুল্লাহ

প্রাককথন

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে তাঁরই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি তো মানুষ ও জীনকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" [সূরা যারিয়াত, ৫৬]

আর এই ইবাদতকে নারী পুরুষ সবার জন্যই ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আমি তো মুসলিম হতে আদিষ্ট হয়েছি।" [সূরা ইউনুস, ৭২]

সুতরাং সব বান্দাই মুসলিম হতে আদিষ্ট হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিন নর-নারীর মাঝে ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ নিষেধে উভয়কে শরীক করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তবে এইসব বিষয়ে মেয়েদের যা বলা দরকার তা যে পুরুষদের জন্যও প্রযোজ্য হবে, তা কিন্তু নয়। বরং মেয়েদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে শুধু তাদের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়াবলীই স্থান পাবে; তবে সে বিষয়গুলোর মাঝে এমনো বিষয় থাকবে যেগুলো শুধু মেয়েরা পালন করবে, আবার কিছু বিষয় নারী-পুরুষ উভয়কে পালন করতে হবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় মেয়েরা এইসব ফিতনা ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি বুঝতে আলাদা গুরুত্বারোপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকে।

ফিতনা থেকে বাঁচার কিছু মূলনীতি

আজকের এই বৈঠকে সময় ও সুযোগ অনুযায়ী তাদের জন্য উপরোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ও উপকারী নির্দেশনামূলক কিছু মূলনীতি থাকবে।

১ম মূলনীতি: ফিতনার কোনো বিষয়ে প্রবেশ না করা

মেয়েরা নিজেদেরকে এইসব ফিতনাময় বিষয়াদি ও বিপজ্জনক ঘটনাগুলো থেকে হেফাজত করবে ও আটকে রাখবে।

দুটি কারণে তারা নিজেদের হেফাজত করবে: ১) সাধারণ ও ২) নির্দিষ্ট।

১. সাধারণ: এটা মানে হলো, বান্দার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অন্যতম সাহায্য হচ্ছে-ফিতনা থেকে বান্দাকে

একই কথা প্রযোজ্য হবে মা, বোন বা কন্যার ক্ষেত্রে।

মেয়েরা জীবন পরিক্রমার এই দায়িত্বগুলো জানতে পারলেই কেবল বুঝতে পারবে যে, তার একমাত্র করণীয় হলো-এই দায়িত্বগুলো পালন করা। এই দায়িত্বগুলো সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন ও আল্লাহর সন্তোষজনক পন্থায় আদায় করার মাধ্যমেই ফিতনায় অনুপ্রবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। কারণ, এইসব দায়িত্ব সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে গেলেই সে অনর্থক কথা ও কাজ, তর্ক বিতর্ক করার সময়ই পাবে না। কেননা, এসব ফালতু কাজের চেয়ে নিজ দায়িত্ব নিয়েই তো বেশি ব্যস্ত সে!!

৩য় মূলনীতি: ফিতনায় মেয়েদের পট পরিবর্তনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা

যুগের বিবর্তনে অনেক বিষয়েও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। মেয়েরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এখন এইসব ফিতনা ও বিপজ্জনক ঘটনাগুলোর অংশীদার হয়ে যাচ্ছে; অথচ এটা না ইসলামী রীতিতে ছিল আর না এই দেশের (সৌদি আরবের) প্রচলিত সংস্কৃতিতে ছিল। বরং মেয়েরা তো তাদের নিজ দায়িত্ব নিয়েই মশগুল থাকত। মেয়েদের সম্পর্কে কখনোই এরকম কথা শোনা যায়নি যে, তারা এইসব কুটিল বিষয়ে কোনো মতামত বা নিজের অবস্থান দৃশ্যমান করতে চাইতো, অথবা এইসব জটিল বিষয়ে তথাকথিত (সমঅধিকারের নামে ছেলেদের) 'সহযোগী' বা 'নিজের মন্তব্য ও অবস্থান' জানান দেয়ার কথা চিন্তা করত ।

অর্থাৎ, তুমি এই মহিলার কাছে যেয়ে এই কেসের বিষয়ে রাসূল যেটা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, সেটা শুনে এসো। তো রাসূল (ﷺ) মেয়েদের সঠিক সংরক্ষণের জন্যই তাকে বিচারালয়ে ডেকে পাঠাননি।

শরীয়ত বিভিন্ন হুকুম আহকাম ও পরিস্থিতিতে মেয়েদের সংরক্ষণের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ এবং তাদের কাজ ও দায়িত্বের সাথে সম্পর্কহীন অনুপযোগী বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকার যে ব্যবস্থাপনা রেখেছে, সেগুলো চিন্তা করলে তুমি বুঝতে পারবে যে: বর্তমানে ফিতনার মাঝে তাদের অনুপ্রবেশ একটা নতুন আপদ এবং পুরো মানবজাতির জন্য চরম ভয়ানক, বিপজ্জনক ও নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর বিষয়।

সুতরাং, মেয়েদেরকে এইসব ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তথাকথিত শ্লোগানে সে প্রতারিত হবে না যে, তারও একটা মতামত বা ভূমিকা রাখতে হবে!! কারণ, এটি তার দায়িত্বের ভিতরে পড়ে না।

৪র্থ মূলনীতি: সংশয় ও সংশয়বাদী বক্তা থেকে নিজেকে হিফাযত করা

ফিতনা ও দ্বীন বিধ্বংসী বিপজ্জনক পরিস্থিতিগুলোতে এইসব সংশয়বাদী বক্তা বেড়ে যায় এবং এমনভাবে শরীয়ত নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের বিস্তার ঘটে যে, সত্য মিথ্যা একাকার হয়ে যায়; বিশ্বস্ত-খিয়ানতকারী, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী, সত্যনিষ্ঠ-বাতিলপন্থী সবাই কথা বলে।

সচেতনতার মাধ্যমে; পাশাপাশি তারা সন্তানদেরও ইলম ও আদব শেখাবে। এক্ষেত্রে সে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কথা (বাবা, মা, ভাই, বোন) কিন্তু ভুলে যাবে না।

৬ষ্ঠ মূলনীতি: পরিবারের সদস্যদের পরিবর্তন গভীর নজরে পর্যবেক্ষণ করা, সামর্থানুযায়ী উপদেশ দেয়া এবং গ্রহণযোগ্য কারো সাহায্য গ্রহণ করা

ফিতনার সময়গুলোতে মেয়েদেরকে সতর্ক, সচেতন ও সন্ধানী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরিবারের যে কারো (আচরণগত) পরিবর্তন খেয়াল করবে। হতে পারে সে এই ফিতনাময় সময়ে তার স্বামী, ভাই, বোন বা ছেলে সহ অন্য সদস্যদের কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে। যদি সে কারো মাঝে পরিবার বিচ্ছিন্নতা, ভ্রান্ত বক্তাদের ফলো করা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব বুঝতে পারে, তাহলে সাধ্যমতো তাদের উপদেশ দেয়ার চেষ্টা করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"তোমরা সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করো।" [সূরা তাগাবুন, ১৬]

তাদেরকে উপদেশ দিতেই থাকবে। কী উপদেশ ও নসীহত দিতে হবে- এ সম্পর্কে সে জ্ঞানার্জন করবে। ইলম ছাড়া কোনো বিষয়ে উপদেশ দিতে যাবে না (এতে হিতে বিপরীত

পরিশিষ্ট: ১

শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর সাথে একটি কথোপকথন

বর্তমানে মেয়েদের চাকরি নিয়ে একধরনের ফিতনা চলছে। এমনকি যারা ইসলামী লাইনে পুরোপুরি পড়াশোনা করছে, তাদের মাঝেও এই রোগটা কমন হয়ে গেছে। অনেকটা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে: "থাকলে কামাই, লাগে না জামাই"। কিন্তু এর মাধ্যমে ইসলামের বিশাল ক্ষতি নিহিত রয়েছে।

নিম্নে আলবানী রহিমাহুল্লাহ-র সাথে এক লোকের এ বিষয়ক কথোপকথন অনূদিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দিন।

লোক: আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল..!!

শায়খ: বড় প্রশ্ন করো, বড় প্রশ্ন করো, যাতে প্রতিদানও বড় হয়।

লোক: শরয়ী পোশাক পড়ে স্ত্রীকে পাঠদানের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে কি?!!

শায়খ: পূর্ণ প্রশ্নই বটে। তবে একটু ফাঁক রয়ে গেছে। পাঠদানের স্থান কেমন? পুরুষের সাথে মেলামেশা আছে কিনা..??

লোক: পুরুষের সাথে মেলামেশা নেই।

শায়খ: নেই??

লোক: জী না। নেই।

শায়খ: অর্থাৎ, মহিলা মাদরাসা?!!

লোক: জী।

শায়খ: কোনো পুরুষ আসে না??

লোক: জী না।

শায়খ: এরকম হলে জায়েয আছে। তার বেতনের অবস্থা কি??

ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়

শায়খ আব্দুস সালাম আশ-শুয়াই'ইর
হাফিযাহুল্লাহ

পূর্বাভাস:

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد!

অতঃপর, সম্মানিত ভ্রাতৃবর্গ, আজকে আমরা এই বরকতময় মসজিদে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, যে বিষয়টার আলোচনা খোদ রাসূল (ﷺ) তাঁর সাহাবীদের সাথে বেশি বেশি করতেন, এর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করতেন।

আর সাহাবীরাও রাসূল এর পরে নিজেদের মাঝে এটা নিয়ে আলোচনা করতেন এবং একে অপরকে এ থেকে মুক্তির পথ বাতলে দিতেন।

বরং এরও আগের কথা হলো, আল্লাহর কিতাব কুরআনে এ সংক্রান্ত সুদীর্ঘ আলোচনা বর্ণিত হয়েছে, যা পড়লে মন ক্লান্ত হয় না এবং মুমিন হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না; আলোচনা আছে মানুষের নিজেদের ও তাদের আমল নিয়ে এবং তাদের উপর আপতিত ফিতনা সম্পর্কেও।

ভাইসব, আজকের আলোচনা ফিতনা সংক্রান্ত আলোচনা। আমি যদি বলি, "ফিতনার আলোচনা সাগরের গভীরতা তুল্য", তাহলে কোনো বাহুল্য বা অত্যুক্তি হবে না।

কারণ, ফিতনার আলোচনা মানেই পুরো দিন-রাতের আলোচনা।

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য ফিতনাস্বরূপ।" [সূরা তাগাবুন, ১৫]

ফিতনার আলোচনা অনেক বিস্তৃত, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। যে ব্যক্তিই এ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইবে, সে-ই হয়রান হয়ে যাবে যে: কোনটা ছেড়ে কোনটা নিয়ে আলোচনা করবে!!!

এজন্যই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আজকে আমি শুধুমাত্র এমন ব্যক্তির কথা নিয়ে আলোচনা করব যিনি ফিতনা বিশেষজ্ঞ, এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, ফিতনা থেকে মুক্তির পথ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তিনি আবার এমন লোকের মুখ থেকে কথাগুলো শুনেছেন, যিনি নিজের মনগড়া কথা বলেন না, তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ।

আল্লাহ বলেছেন,

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না।" [সূরা নাজম, ৩]

সুতরাং, আজকের রাতের আলোচ্য বিষয়: রাসূলের গোপন ভান্ডার হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে কিছু মুক্তদানার আলোচনা।

হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত হাদীস বেছে নেয়ার কারণসমূহ:

১ম কারণ: শুধু হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত হাদীস গুলোকেই আজকের আলোচনার জন্য নির্বাচিত করার কারণ

ফিতনার কিছু বৈশিষ্ট্য

তিনি ফিতনার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা অত্যন্ত পথভ্রষ্টকর এবং বিভ্রান্তিকর।

১ম বৈশিষ্ট্য: সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ মাত্রই ফিতনায় পড়বে। সেই ফিতনা ভালোর দিক থেকেও হতে পারে, খারাপের দিক থেকেও হতে পারে।

কারণ সত্যের মাধ্যমেও ফিতনায় পড়তে হতে পারে। অর্থাৎ, দেখতে মনে হবে যে, এগুলো তো সত্য, ভালো, শুধু শিখব মাত্র! কিন্তু এটাই তার জন্য ফিতনা হতে পারে।

নুয়াইম বিন হাম্মাদ হুযায়ফাহ এর বরাতে "আল-ফিতান" গ্রন্থে (৩৬ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "ফিতনা (সবসময়) সত্য মিথ্যার মিশ্রণেই আসে। তাই যে সত্য জানে সে ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।"

তাই সত্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেও ফিতনা হতে পারে। ব্যক্তি এমন বিষয় দিয়ে ফিতনায় পড়তে পারে, যেটাকে সে ভালো মনে করে আসছে।

এজন্যই নবী করীম (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি "মুসনাদ" এ রয়েছে, তিনি বলেছেন, "আমার উম্মতের অন্যতম ফিতনা কিতাবে রয়েছে" (অর্থাৎ কুরআন)। "তারা এটা পড়বে, কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা করবে।"

সুতরাং, (বোঝা গেল যে,) কিছু কিছু বিষয় শেখাটাও শিক্ষার্থীদের জন্য ফিতনা হতে পারে; কারণ তার মনের মাঝে কোনো খটকা লাগতে পারে। এমনকি শুধুমাত্র ভুল বোঝার কারণে অনেক

ফিতনা থেকে পরিত্রাণের উপায়সমূহ

ফিতনা দ্বীনে হোক বা দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে ব্যস্ততার কারণে সৃষ্ট হোক, উপরের সমস্ত ফিতনা থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলিও এসেছে হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)র মাধ্যমে।

তিনি (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন; সময়সাপেক্ষে তন্মধ্যে কিছু উল্লেখ করব।

১. আল্লাহর কিতাব শেখা

তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ফিতনা থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ প্রাচীর এবং সবচেয়ে সুদৃঢ় রক্ষা কবচ হলো: আল্লাহর কিতাব শেখা

যখন আমরা বলি: (আল্লাহর কিতাব শিখতে হবে) তখন যা বোঝায় তা হল: এর সীমা (হুকুম আহকাম) এবং অক্ষর (বিশুদ্ধ উচ্চারণ) দুটোই একসাথে জেনে রাখা।

কেননা যদি কোন ব্যক্তি অর্থ না জেনে শুধু তিলাওয়াত করে, তবে সে কুরআনের (যথাযথ পাঠক তথা আহলুল কুরআন) হতে পারবে না। কারণ কুরআনের যথাযথ পাঠক তথা আহলুল কুরআন-কে অবশ্যই একজন আলেম হতে হবে। কিছু লোক যখন অর্থ না শিখেই কুরআন তিলাওয়াত করে, তখন সে ধ্বংস হয়েও (পদস্খলন হয়ে) যেতে পারে।

পূর্বে উকবা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস আমরা পড়েছি যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আমার উম্মাহর ফিতনা হচ্ছে কুরআনে"।

মানুষ পড়ে,

-দেহ-মনে যে ফিতনায় মানুষ আক্রান্ত হয়,

-মানুষের নিজের বা প্রতিবেশির ফিতনায় আক্রান্ত হওয়া; এই সবগুলোকেই শামিল করে উপরের আলোচনা।

তুমি যদি এই (আলোচনায় উল্লিখিত) হদীসগুলো চিন্তা করো -সেগুলো তো এমন ব্যক্তির কথা যিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না-, তাহলে তুমি ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

ফিতনায় পড়ার কিছু কারণ

কিন্তু মানুষ এই ফিতনাতে পড়ে কয়েকটি কারণে:

১) শরয়ী ইলম কম থাকার কারণে; আর এর চিকিৎসা হলো: বেশি বেশি ইলম অর্জন করা; অথবা

২) অহংবোধের কারণে; কারণ, অনেকেই ইলম থাকা সত্ত্বেও অহংকার করে। আর সে অহংকারটা হলো: সত্যের প্রতি ধৃষ্টতা দেখানো; যেটাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং যেটা (আল্লাহর রহমত থেকে) বঞ্চিত হওয়ার মূল কারণ।

-অনেককেই দেখবে, যারা এই হাদীসগুলো শুনবে, কিন্তু (আমল করার পরিবর্তে) দেয়ালে নিক্ষেপ করবে।

-অথবা নিজের বুঝ মতো অপব্যাখ্যা করবে, নিজের কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য। আর এটাই হলো রাসূলের হাদীসের বিরোধিতা।

পরিশিষ্ট: ২

ডক্টর সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলীর কিছু উপদেশ

ডক্টর সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

ফিতনার যুগে একজন মুসলিমের যেসব মূলনীতি জানা জরুরী:

১) আবেগের অনুসরণ করো না। বরং আবেগকে শরীয়ত দ্বারা কন্ট্রোল করো।

২) অস্থির মতি হয়ো না। বরং কোরআন সুন্নাহর আলোয় প্রতিষ্ঠিত থাকো।

৩) কোনো কথা/কাজ বর্ণনা করতে গেলে যাচাই করো, তড়িঘড়ি করো না।

৪) তোমার পছন্দকে দলীলের বিপরীতে দাড় না করিয়ে বরং দলীল অনুযায়ী তোমার ইচ্ছাকে সাজাও।

৫) অজ্ঞতা থেকে সাবধান থাকো, জ্ঞানার্জন ও বিতরণে আগ্রহী হও।

৬) দলাদলি ছাড়ো, ঐক্যবদ্ধ হও।

৭) মতানৈক্যের সময় ছোটদের থেকে দূরে থাকো, বড়দের কথা গ্রহণ করো।[৪২]

৮) জুলুম, শাস্তি ও মন্দ থেকে বেঁচে থাকো। ইনসাফ ও ইনসাফকারী এবং কল্যাণ ও কল্যাণকারী কে আঁকড়ে ধরো।

৯) বিদআত থেকে দূরে থাকো, সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো।

---

৪২. রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের অন্যতম আলামত হলো, ইল্ম ছোটদের থেকে নেওয়া হবে। নুয়াইম বিন হাম্মাদ বলেন, ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলা হলো এই 'ছোট' বলতে কারা উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, যারা নিজেদের মনমতো কথা বলে। কিন্তু (বয়সে ও জ্ঞানে) ছোটরা যদি বড়দের থেকে নকল করে, তাহলে তারা ছোট হিসেবে গণ্য হবে না। - জামি'উ বায়ানিল ইল্ম, ইবনু আব্দিল বার, পৃ. ১৭৯

পরিশিষ্ট: ৩

শায়খ মুহাম্মাদ বিন উমার বাযমূল হাফিযাহুল্লাহর একটি পোস্ট

> তিনি উত্তরে বললেন: "তুমি বাড়িতে থেকে নিজের জিহ্বা সংযত রাখ। তুমি যা (শরীয়ত) জান, সে অনুযায়ী আমল কর। আর না জানা বিষয় ছেড়ে দাও। নিজেকে নিয়ে চিন্তা কর, জনগণের ব্যাপারটা ছেড়ে দাও।" -(আবু দাউদ/৪৩৪৩; ছহীহ)

২০. তা এইসব ফিতনা থেকে দূরে থাকার ছওয়াব কি?

> রাসূল (ﷺ) বললেন: "ফিতনার সময় ইবাদত করা আমার কাছে হিজরত করার মতই।" -(মুসলিম/২৯৪৮)

২১. কিন্তু পরিবর্তনটা আসবে তাহলে কিভাবে??

> আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কোনো জাতি নিজে নিজে পরিবর্তন হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের পরিবর্তন করেন না।" -(সূরা আর-রা'দ:১১)

২২. এতসব দলীল-আদিল্লা থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার কি হবে??

> আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো, সে তো স্পষ্টই বিভ্রান্ত।" -(সূরা আহযাব:৩৬)

২৩. এখন আপনি আমাকে কিসের উপদেশ দেন?

> আল্লাহ তাআলা বলেন, "বিচার-ফয়সালার জন্য যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তো তারা এটাই বলবে যে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। আর এরাই তো সফলকাম।" -(সূরা নূর:৫১)

২৪. দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন!!(কণ্ঠে অনুশোচনার সুর)

> রাসূল (ﷺ) বললেন: "বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যায়, আল্লাহ তখন তাকে ক্ষমা করেন।" -(বুখারী/২৬৬১)